335520 - যে খেলাগুলো দৈব সুযোগ নির্ভর সেগুলো কি হারাম?

প্রশ্ন

কিছু গেইম আছে যেগুলো বাচ্চারা ব্যাপকভাবে খেলে থাকে; যেমন “Rock paper scissors”, “Hangman” ইত্যাদি যে গেইমগুলো আংশিকভাবে দৈব সুযোগের উপর নির্ভরশীল সেগুলো কি দাবা খেলার হুকুমের অধিভুক্ত হবে?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

যে খেলাগুলো দৈবতা, ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল সে খেলাগুলোকে পাশা (ছক্কা) খেলার উপর কিয়াস করে একদল আলেম হারাম বলেছেন। পাশা খেলার ভিত্তি হচ্ছে— আন্দাজ ও অনুমান যা চরম নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির দিকে পর্যবসিত করে। তাই যে খেলাগুলো দৈব সুযোগের উপর নির্ভরশীল সেগুলো বর্জন করা বাঞ্চনীয়। এগুলোর বদলে অন্য যে সব বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক কসরতের খেলা রয়েছে; সেগুলোই যথেষ্ট।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে খেলাগুলো দৈবতা, ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল সে খেলাগুলোকে পাশা (ছক্কা) খেলার উপর কিয়াস করে একদল আলেম হারাম বলেছেন।

‘আল-মাওসুআ আল-আরাবিয়্যা আল-আলামিয়্যা’-তে এসেছে: ছক্কা হচ্ছে— ছোট ছোট চতুর্ভুজ; যা কিছু কিছু দৈব-সুযোগ নির্ভর খেলায় ব্যবহৃত হয়; যেমন- ক্রেপ গেইম। সেটা হচ্ছে— এক ধরণের জুয়া খেলা যা দুটো ছক্কা দিয়ে খেলা হয়। ব্যাকগ্যামন, Monopoly সহ অন্যান্য বোর্ড খেলায়ও ছক্কা ব্যবহৃত হয়। এককভাবে চতুর্ভুজ গুটিকে ছক্কা বলা হয়। ছক্কার ছয়টি পার্শ্ব থাকে। প্রত্যেক পার্শ্বে বিন্দু থাকে; এক থেকে ছয় পর্যন্ত।”[সমাপ্ত]

ছক্কা খেলা হারাম। যেহেতু সহিহ মুসলিমে (২২৬০) আবু বুরাইদা বিন আল-হুসাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: *“যে ব্যক্তি পাশা (ছক্কা) খেলল সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে তার হাত ডুবাল”*।

এবং আবু মুসা আল-আশআরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: *‘যে ব্যক্তি নারদাশির (পাশা, ছক্কা) খেলল সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হল।’*[সুনানে আবু দাউদ (৪৯৩৮) ও সুনানে ইবনে মাজাহ

(৩৭৬২), আলবানী ‘সহহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদসিটকিে হাসান বলছেনে]

ইমাম নববী (রহঃ) ‘শারহু মুসলমি’ গ্রন্থে বলনে: আলমেগণ বলনে: نردشير (নারদাশরি)-ই হল نرد (পাশা, ছক্কা)। نرد শব্দটি অনারবী; আরবীতে অনুপ্রবষ্টি। আর شير (শরি) শব্দরে অর্থ মষ্টি।

এই হাদসিটি পাশা (ছক্কা) খলো হারাম প্রমাণে ইমাম শাফয়েি ও জমহুর আলমেরে সপক্ষে দললি।

হাদসিরে কথা: সে যনে শূকররে গোশত ও রক্তে তার হাত ডুবাল অর্থাৎ এ দুটো ভক্ষণকালে। এটি একটি উপমা। ঐ দুটো জনিসি খাওয়া হারাম হওয়াকে দয়িে এ খলোটি হারাম হওয়ার পক্ষে উপমা দয়ো হয়ছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত]

ফকিাহবদি আলমেদরে মধ্যে কউে কউে যে সব খলো দবৈ সুযোগ ও অনুমান নর্ভির সগেুলোকওে ছক্কা খলোর অধভিুক্ত করছেনে।

ইবনে হাজার আল-হাইতামী ‘তুহফাতুল মুহতাজ শারহুল মনিহাজ’ গ্রন্থে (১০/২১৫) বলনে: “সঠকি মতানুযায়ী পাশা খলো হারাম। যহেতেু সহহি মুসলমিরে হাদসিে এসছে *“যে ব্যক্তি নারদাশরি (পাশা, ছক্কা) খলেল সে যনে শূকররে গোশত ও রক্ত নজিরে হাত ডুবাল।”* আবু দাউদরে বর্ণনায় এসছে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরে অবাধ্য হল।

পাশা খলোর নর্ভিার হচ্ছে: আন্দাজ ও অনুমান; যা চরম নর্বিুদ্ধতাি ও বোকামরি দকিে পর্যবসতি কর।

রাফয়েি বলছেনে এবং অন্যরো সটোকে অনুসরণ করছে, যার সারকথা হল: এ দুটো (ছক্কা ও দাবা)-র উপর এ অর্থবোধক অন্য সব খলোকে কয়িাস করা হব। পক্ষান্তর, যে সব খলোর নর্ভিার হচ্ছে গণনা ও চন্তিা-ভাবনা; যমেন- হসিাব করে রখোতে গুটি আনা-নয়ো করা: হারাম হবে না।

আর যে সব খলোর নর্ভিার হচ্ছে অনুমান সগেুলো হারাম হব। যমেন- গনজফা। তা হচ্ছে ছববিশিষ্টি কছিু কার্ড।”[সংক্ষপেে সমাপ্ত]

দখেুন: নহিায়াতুল মুহতাজ (৮/২৯৫)

রশদিরি লখিতি ‘নহিায়াতুল মুহতাজ’ গ্রন্থরে পার্শ্বটীকাতে (৮/২৯৫) এসছে: “গনজফা: সটো কছিু নকশাবশিষ্টি কাটা কাগজ; যমেনটি বলছেনে আল-আযরাঈ। আর তুহফাতে বলা হয়ছে: সটো এমন কছিু কাগজ যাতে ছবি রয়ছে।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ (১৫/২৩১) তাস খলো হারাম মর্মে ফতোয়া দয়িছেনে; এমনকি সটো যদি অর্থরে বনিমিয়ে না হয় তবুও। শাইখ উছাইমীন (রহঃ)ও অনুরূপ ফতোয়া দয়িছেনে। দখেুন: মাদুন রশদিরে রচতি ‘কাযায়াল লাহু ওয়াত তারফহি’ (পৃষ্ঠা-১৮৬)।

পক্ষান্তরে, দাবা খেলাকে অধিকাংশ আলেমে হারাম বলেন।

ইমাম বাইহাকী তার ‘আস্-সুনানুল কুবরা’ গ্রন্থে (১০/২১২) বলেন: আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা দাবা খেলছিল। তখন তিনি বললেন: এসব মূর্তিগুলোর উপর তোমরা ঝুঁকে আছ কেন?

আরও জানতে দেখুন: 14095 নং প্রশ্নোত্তর।

এবং তাস খেলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে 12567 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

সার-সংক্ষেপ:

অতএব যে খেলাগুলো দৈব সুযোগের উপর নির্ভরশীল সেগুলো বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। এগুলোর বদলে অন্য যে সব বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক কসরতের খেলা রয়েছে; সেগুলোই যথেষ্ট।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।